ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 107 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১০৭ ● কলকাতা ● ০৭ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● মঙ্গলবার ● ২১ এপ্রিল ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

নির্বাচন কমিশনের সম্ভাব্য গ্রেফতারের তালিকায় কারা? আদালতকে জানাল তৃণমূল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হাতে আর দু'দিন বাকি। তারপরই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন বাংলার মানুষ। বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট ২৩ এপ্রিল। এই আবহে বাংলার মাটি থেকে ৮০০ দলীয় নেতা-কর্মীকে গ্রেফতারের আশঙ্কা করছে তৃণমূল কংগ্রেস। আর তাই আজ, সোমবার কলকাতা হাইকোর্টের দুয়ারে গেল তৃণমূল।এছাড়া আর বেশ কিছু নাম সামনে এসেছে। যা রয়েছে নির্বাচন কমিশনের তালিকায়। আর এটা সামনে এল ভোটের দু'দিন আগে। আর সেই তালিকায় আছেন-উত্তম সরকার, দিলীপ রায়, রঞ্জন সরকার, দুলাল দত্ত, হামিদুল রহমান , জাকির হোসেন, সত্যজিৎ বর্মণ, উদয় বর্মণ,

এরপর ৬ পাতায়

পর্ব 265

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

এক সাধক শারীরিক স্তর পেরিয়ে আত্মিক স্তরে পৌঁছে গেলে তার কামনাবাসনার উপর স্বাভাবিক রূপে নিয়ন্ত্রণ হয়ে যায়। নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক রূপেই হওয়া চাই। জবরদস্তি করে কখনও নিয়ন্ত্রণ হতে পারে না। এটা কামনাবাসনার দমন, যা ভুল। কারণ যা জবরদস্তি করে করা হয়, তা সর্বদা শরীর থেকেই হয়।

ক্রমশঃ

উচ্ছ্বাসে ভরপুর প্রচার,দীপক বর্মনের পাশে সাধারণ মানুষের ঢল

হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা

নির্বাচনের একেবারে শেষ পর্বে সোমবার ফালাকাটা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মনের প্রচার কর্মসূচি এক ভিন্ন মাত্রা লাভ করে।অন্যান্য দিনের তুলনায় এদিনের প্রচার ছিল অনেক বেশি সুশৃঙ্খল, প্রাণবন্ত ও নজরকাড়া। খগেনহাট বাজার এলাকাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত এই প্রচারে দলীয় নেতা-কর্মীদের ব্যাপক উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।সোমবারের এই কর্মসূচিতে বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মনকে এলাকার সাধারণ মানুষ উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। ফুলের মালা পরিয়ে, ঢাক-ঢোল ও শঙ্খধ্বনির মাধ্যমে তাঁকে বরণ করে নেওয়া হয়। রাস্তাজুড়ে দীর্ঘ সারিতে সাজানো মিছিল চোখে পড়ার মতো ছিল। যুবক-যুবতী থেকে শুরু করে প্রবীণ নাগরিক-সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই প্রচারে অংশগ্রহণ করেন। পুরো পরিবেশে ছিল উৎসবমুখর আবহ,যা নির্বাচনের শেষ মুহূর্তে নতুন উদ্দীপনা জোগায়।বিশেষ করে এদিনের প্রচারের অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল এর শৃঙ্খলা ও সংগঠিত রূপ। অংশগ্রহণকারীরা সারিবদ্ধভাবে পথচলা বজায় রেখে প্রচারে অংশ নেন, যা এলাকাবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জনসমাগম ছিল উল্লেখযোগ্য,এবং সর্বত্র ছিল উচ্ছ্বাস ও সমর্থনের বহিঃপ্রকাশ।নির্বাচনের শেষ লগ্নে এই ধরনের সংগঠিত ও ব্যাপক জনসমর্থন বিজেপি প্রার্থী দীপক বর্মনের প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করেছে বলে রাজনৈতিক মহলের অভিমত। সব মিলিয়ে সোমবারের এই প্রচার কর্মসূচি ফালাকাটা অঞ্চলে এক আলাদা দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

প্রথম দফা ভোটের আগেই একরাতে গ্রেফতার ১৩৫ দাগি অপরাধী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোটবঙ্গে সক্রিয় পুলিশ। প্রথম দফা ভোটের বাকি রয়েছে আর দুইদিন। তার আগে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এক রাতে ১৩৫ অপরাধীদের গ্রেফতার করল পুলিশ। একাধিক জেলা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের। প্রথম দফা ভোটের আগে এই গ্রেফতারি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহল মহল। শুধু তাই নয়, এক রাতে এত জন গ্রেফতার হওয়ার ঘটনা নজিরবিহীন বলে মনে করা হচ্ছে।২৩ এপ্রিল প্রথম দফার ভোট রয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। ১৬ জেলায় ১৫২ আসনে ভোটগ্রহণ হবে। এদিকে, প্রথম দফার নির্বাচনের আগে বুথের নিরাপত্তা ও নজরদারি নিয়ে একগুচ্ছ নতুন পদক্ষেপ করেছে নির্বাচন কমিশন। কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, এই মুহূর্তে রাজ্যের প্রায় সব বুথই 'স্পর্শকাতর'। এর মধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে প্রায় সাড়ে ৮ হাজার 'অতি-স্পর্শকাতর' বুথ। যার মধ্যে প্রথম দফায় ভোট হতে চলা ১৫০০টি বুথ নিয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করছে কমিশন।মোট চার জেলা থেকে দাগি অপরাধীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। কোচবিহার, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ

এরপর ৩ পাতায়

গলায় ঝাল মুড়ির ডালা ঝুলিয়ে লোকাল ট্রেনে ভোট প্রচারে মদন মিত্র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বেলঘড়িয়া:প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঝাল মুড়ি খাওয়া নিয়ে এবার গলায় ঝাল মুড়ির ডালা ঝুলিয়ে প্রচারে আগরপাড়া থেকে লোকাল ট্রেনে উঠে বেলঘরিয়ায় নামলেন কামারহাটির তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র । রাজ্য রাজনীতিতে ঝাল মুড়ি এখন বড় চর্চা ।বেকারদের চাকরি কর্মসংস্থানের কোন কথাই কোন দলই বলছে না।বিজেপি সরকার এসে অনুপ্রবেশকারীদের জবাব দেবে বলে জানিয়েছেন মোদি। এসআইআর শুরু পর থেকে বিজেপির নেতারা বলে আসছে অনপ্রবেশকারীদের কথা। সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটছে। এখানে বার বার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, সীমান্তে বিএসএফ কাদের? সেখানে আটকাতে পারছে না কেন? এই বিষয়ে কোনও কথাই শোনা যাচ্ছে না বিজেপি নেতৃত্বের গলায়। তাঁদের অভিযোগ, বাংলার এই নির্বাচন এই মাটির সমৃদ্ধি, পরিচয় রক্ষা করার জন্য। বাংলার পরিচয় হারানোর ঝুঁকি রয়েছে। মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়ে ঝাড়গ্রাম ও বেলদাতেও সরব হয়েছেন তিনি। এদিন ঝাড়গ্রামে ভিন্ন মুডে দেখা গিয়েছে মোদিকে। বাঙালির প্রিয় ঝালমুড়ির ঠোঙা দেখা যায় মোদির হাতে। মুড়ি খেতে খেতে জনসংযোগ সারেন তিনি। ঝালমুড়ি খেতে খেতে বিক্রেতার সঙ্গেও কথা বলেন তিনি। দিনে কত রোজগার হয়, সেই বিষয়েও কথা বলেন। পাশাপাশি এদিনের ৪ জনসভায় একাধিকবার বাংলা ভাষা ও শব্দের উচ্চারণ করতে শোনা গিয়েছে মোদিকে। ভোটের আগে বাঙালি অস্মিতাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছেন তিনি। রবিবার

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

গলায় ঝাল মুড়ির ডালা ঝুলিয়ে লোকাল ট্রেনে ভোট প্রচারে মদন মিত্র

একের পর এক জনসভায় তাঁর গলায় শোনা গিয়েছে জয় 'মা দুর্গা', কখনও 'জয় জোহার', কখনও 'জয় জগন্নাথ' বা হর হর মহাদেব ।বামপন্থী ছাড়া ঝালমুড়ি এখন রাজনীতিতে। ভোটারদের মন ও নজর কাড়তে ব্যস্ত তৃণমূল বিজেপি উভয় । রবিবার ঝাড়গ্রামে জনসভা থেকে হ্যালিপ্যাডে ফেরার পথে গাড়ির কনভয় থামিয়ে নরেন্দ্র মোদি ১০ টাকা দিয়ে ঝাল মুড়ি কিনে খান। সেই প্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী মদন মিত্র বলেন, নরেন্দ্র মোদি যতবার পশ্চিমবঙ্গে আসবে ততবার তৃণমূল কর্মীরা হারানো যৌবন ফিরে পাবে।

তিনি যত ঝাল মুড়ি খাবেন তৃণমূল কর্মীরা ঝাল মুড়িকে সামনে রেখে আরো বেশি করে প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়বে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেউ সোমবার নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর ঝালমুড়ি খাওয়া প্রসঙ্গ টেনে সমালোচনা করতে শোনা যায় । প্রচারে গিয়ে তৃণমূলের সংসদ বাবুল সুপ্রিয় কে সোমবার বলতে শোনা যায় জিততে হলে ঝালমুড়ি খেতে হয়। ঝাড়গ্রামে রবিবার জনসভার শেষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হেলিপ্যাড গ্রাউন্ড যাওয়ার সময় কলেজ মোড়ে হঠাৎ তার গাড়ির কনভয় থেমে যায়। নিরাপত্তার বেড়াজালের মধ্যে গাড়ি থেকে নেমে একটি ঝাল মুড়ির দোকানে যান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে দাঁড়িয়ে ঝাল মুড়ির দোকানে মুড়ি খান তিনি।সাধারণ মানুষের সাথে কথাও বলেন প্রধানমন্ত্রী। মুড়ি বিক্রেতার সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে প্রশ্ন করেন, কতদিন এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ?তার বাবা মার নাম কি? বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করেন তাঁকে। সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী ওই ঝাল মুড়ি বিক্রেতার কাছে কত রোজগার হয় ?সংসার সেই টাকায় চলে কিনা? এ বিষয়ে জানতে চান।

শুধু তাই নয়, ঝাল মুড়ি ওই বিক্রেতা দারুণ বানিয়েছে বলেও মোদি তার প্রশংসা করেন। বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে মানুষের রোজগার যাতে বাড়ে সে ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হবে বলেও ওই ঝাল মুড়ি বিক্রেতাকে জানান প্রধানমন্ত্রী। রাজনৈতিক মহলে ধারণা পরিবার জঙ্গলমহলে নির্বাচনী প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী রাজনৈতিক কৌশল ব্যবহার করেন। হাতিয়ার করেন বাঙালির প্রিয় ঝাল মুড়িকে। এদিন প্রধানমন্ত্রী যখন ঝালমুড়ি মুখে নিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে উপভোগ করছিলেন তখন সেই দৃশ্য মোবাইলে বন্দি করতে হুড়োহুড়িপরে যায় সাধারণ মানুষের মধ্যে। কোলে ছোট বাচ্চা নিয়েও অনেকে হাজির হন সেখানে। রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। আগামী বৃহস্পতিবার প্রথম দফায় ১৫২ আসনে হতে চলেছে নির্বাচন। তার আগে প্রচারে ঝাঁঝ বাড়িয়েছে সব রাজনৈতিক দলগুলো। রবিবার ৪ জায়গায় ৪টি জনসভা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সব জায়গাতেই বাংলায় বিজেপি সরকাকে ক্ষমতায় আনার কথাই বলেছেন তিনি। সব সভাতেই মোদির মুখে উঠে এসেছে অনুপ্রবেশের কথা। তিনি বলেন,অনুপ্রবেশকারীদের সাহস বেড়ে গিয়েছে। মা-বোনেদের উপর অত্যাচার হচ্ছে। মানুষ তো ত্রাহি ত্রাহি করছে।

(২ পাতার পর)

প্রথম দফা ভোটের আগেই একরাতে গ্রেফতার ১৩৫ দাগি অপরাধী

থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে মোট ১৩৫ জনকে। ধৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ ছিল। প্রসঙ্গত, ভোটের আগে দাগি অপরাধীদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার নির্দেশ দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। এই নির্দেশের পরই তৎপর হয় পুলিশ প্রশাসন। তারপরই একরাতে শতাধিক গ্রেফতার হয়েছে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গে এবার ভোট হবে অবাধ ও শান্তিপূর্ণ। বারবার স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশনের তরফে। সম্প্রতি, পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গেও ভার্চুয়াল বৈঠকে বসেছিল নির্বাচন কমিশন। সেখানেই বলা হয়, আগে ভোট অশান্তিতে যারা যুক্ত রয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে গ্রেফতার করা হোক। কেন পদক্ষেপ করতে দেরি হয়েছে, সেই নিয়ে প্রশ্ন তোলে কমিশন। তারপরই দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়। পদক্ষেপ না করা হলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও কমিশন। একইসঙ্গে কোনও অশান্তির ঘটনা ঘটলে কড়া পদক্ষেপেরও নির্দেশ দিয়েছে কমিশন

অফিসারদের জন্য নতুন নির্দেশ কমিশনের!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পোস্টাল ব্যালটে ভোটদান পর্বের গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়নি। ভোটকর্মীদের এই অভিযোগ ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠল একটি স্কুল। এদিকে, প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য নতুন একটি নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। যেখানে, ভোট পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি ঝালিয়ে নেওয়ার পর, একটি মুচলেকা দিতে হবে প্রিসাইডিং অফিসারদের।এরপর একটি মুচলেকা দিতে হবে প্রিসাইডিং অফিসারদের। যেখানে লেখা রয়েছে, 'প্রিসাইডিং অফিসারের কর্তব্য সমূহ' শীর্ষক পুস্তিকা তিনি যথাযথভাবে পড়ে দেখেছেন এবং নির্বাচন কমিশনের সমস্ত নির্দেশ পালন করবেন। নোটিসে বলা হয়েছে, প্রিসাইডিং অফিসারদের সই করা এই নথি

নির্বাচন শেষ না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করতে হবে রিটার্নিং অফিসারদের।ব্যালটের নিরাপত্তা কোথায়? আমাদের ব্যালট বক্স সিল করলেন না কেন? নির্বাচনের কাজে জড়িত কর্মীদের জন্য পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল সেই ভোটগ্রহণ পর্বেই গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়নি। এমনই মারাত্মক অভিযোগে রবিবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল উত্তর ২৪ পরগনার

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

ম্যারাথন তল্লাশির পরে কলকাতা পুলিশের ডিসি শান্তনু সিংহকে তলব ইডির

রবিবার ভোর থেকে বালিগঞ্জে কলকাতার ডেপুটি পুলিশ কমিশনার শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের বাড়িতে ইডি তল্লাশি চালিয়েছিল। প্রায় ২০ ঘণ্টা ধরে সেই অভিযান চলেছিল। আর আজ শান্তনু সিংহকে জেরার জন্য তলব করল ইডি। আজ হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাঁকে। একইসঙ্গে শান্তনুর ছেলেকেও হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সিজিও কমপ্লেক্সে।এদিকে শান্তনুর বাড়িতে ইডির হানা প্রসঙ্গে তাঁর ছেলে বলেছিলেন, 'এটা শুভেন্দু অধিকারীর চাল। আর কিছু না।' এমনিতে শান্তনুর বিরুদ্ধে একাধিকবার অভিযোগ তুলেছে বিজেপি। দিনকয়েক আগেই পদ্মশিবিরের তরফে অভিযোগ করা হয়, প্রকাশ্য মঞ্চ থেকেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে প্রচার করেছেন তিনি। আবার গত বছর অগস্টে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তথা বিজেপি বিধায়ক শুভেন্দু অভিযোগ করেছিলেন, বেআইনিভাবে তাঁর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। করা হয়েছে পদোন্নতিও। সেইসঙ্গে পুলিশি নিগ্রহের অভিযোগ তুলে কলকাতা পুলিশের পরিবারের সদস্যদের তরফে যে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়েছিল, সেটার চিত্রনাট্য শান্তনুই তৈরি করেছিলেন বলে অভিযোগও তুলেছিলেন শুভেন্দু।ভোটের কয়েকদিন আগে এই তল্লাশি ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে।

উল্লেখ্য, ১৯ এপ্রিল শান্তনুর বালিগঞ্জ ফার্ন রোডের বাড়িতে হাজির হন ইডির অফিসাররা। ইডির আধিকারিকরা জানান, বালিগঞ্জে সোনা পাপ্পুর মামলা সংক্রান্ত আর্থিক তছরুপ প্রতিরোধ আইনের আওতায় সেই অভিযান চালানো হয়। এছাড়া তাঁর ভাড়া দেওয়া বাড়িতে হানা দেয় ইডি। প্রায় ২০ ঘণ্টা তল্লাশি চলে। পরে শান্তনু সিংহ বিশ্বাসের পুত্রকে নিয়ে ইডির টিম পার্ক স্ট্রিটের অকল্যান্ড রোডে যায়। সেখানে শান্তনু পুত্রের একটি কোচিং সেন্টার রয়েছে। শান্তনুর ছেলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও বেআইনি লেনদেনের অভিযোগ রয়েছে। তবে শান্তনুর ছেলে তল্লাশি অভিযান প্রসঙ্গে বলেন, 'সাধারণ একটি তদন্ত চলছে। সাধারণ কিছু কাগজপত্র যাচাই করে দেখা হচ্ছে। বাবার সঙ্গেও কথা বলেছেন। সব ঠিক আছে।'

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(সপ্তম পর্ব)

নিকটে ধ্যান মগ্ন হয়ছিল । যার বর্তমান নামকরণ অর্থাৎ ক্যাসপিয়ান সাগর ঐ কশ্যপ মুনির নামেই নামকরণকৃত । সূর্যদেব বিবস্বান ছিলেন কশ্যপ মুনির পুত্র যার স্ত্রী ছিলেন অদিতি । সূর্যদেবের অস্থিত্ব যে পশ্চিমা দেশেও ছিল তার প্রমাণ এখন পৃথিবীর অনেক স্থানে সূর্যদেবতাকে পূজার প্রচলন ।

কশ্যপ মুনি এবং দিতি থেকে সৃষ্ট দৈত্যরা তখন ইউরোপ জুড়ে বিস্তার লাভ করেছিল । বর্তমানের টাইটানস (Titans) এবং টিউটনস (Teutons) ডাচ এবং ডিউটস্চল্যান্ড (Deutschland) এ নামগুলো

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

অফিসারদের জন্য নতুন নির্দেশ কমিশনের!

মধ্যমগ্রামের এই স্কুল প্রাঙ্গণ।

ভোট দিতে আসা ভোটকর্মীদের একাংশের অভিযোগ, কোনও সিল ছাড়াই ব্যালট পেপার ইস্যু করা হয়.. এমনকী সিল করা হয়নি ব্যালট বক্সও! অভিযোগকারী ভোটকর্মী বলেন, 'ব্যালট বক্সটা কোনওভাবেই সিল করা নেই। তাতে কোনও ট্যাগ লাগানো নেই। পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে। ভিতরে দেখি, পরিচয় পত্র ছাড়া প্রচুর ভোটের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি রয়েছে। যাদের থাকার কথা নেই।'

এই প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছেন ভোটকর্মীদের একাংশ। এদিকে, প্রিসাইডিং অফিসারদের জন্য নতুন একটি নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। CEO দফতর থেকে সমস্ত জেলাশাসকদের কাছে পাঠানো হয়েছে এই নোটিস। যেখানে বলা হয়েছে, ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারে ২০ থেকে ৩০ মিনিটের একটি লাস্ট মিনিট ব্রিফিংয়ের ব্যবস্থা থাকবে। সেখানে নির্বাচন পরিচালনার গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি আরেকবার ঝালিয়ে নেবেন ভোটকর্মীরা।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

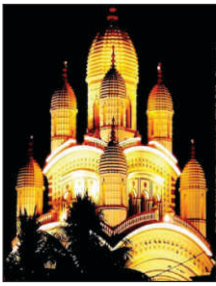

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সূক্তটি ইন্দ্রের উদ্দেশ্যে এবং ইন্দ্রের মহিমা বর্ণনায় রচিত। তারই এক জায়গায় ইন্দ্রের কীর্তি হিসেবে পাওয়া যায়ঃ

হে ইন্দ্র। তুমি যে বীর্য ও বল (প্রদর্শন) করিয়াছিলে তাহার দ্বারা দুষ্ট হননইচ্ছাকারী দৌ-এর কন্যাকে হত্যা করিলে।।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

ইডি হেফাজতেই বেহালার ব্যবসায়ী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বেহালার ব্যবসায়ী জয় এস কামদারের জামিনের আর্জি খারিজ হয়েছে আদালতে। আগামী ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত ইডি হেফাজতেই থাকতে হবে সান এন্টারপ্রাইজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জয় এস কামদারকে। ইডি সূত্রে খবর, বেহালার ব্যবসায়ী জয় এস কামদারের বাড়ি থেকে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছিল। তাঁর অফিস থেকে আরও ৫০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।পয়লা এপ্রিল সোনা পাপ্পুর বাড়ি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করেছিল ইডি। সেই আগ্নেয়াস্ত্র নিয়েও এবার চাঞ্চল্যকর দাবি করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আদালতে জমা দেওয়া নথিতে তারা দাবি করেছে, আগ্নেয়াস্ত্রটি কেনা হয়েছে জে টি ক্যালকাটা আর্মস নামে বিপণি থেকে, যার অন্যতম মালিকানা রয়েছে জয় কামদারের নামে।হাওয়ালায় বিপুল পরিমাণ টাকা লেনদেনের অভিযোগ উঠেছে বেহালার এই ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে। সেই প্রসঙ্গে কোর্টে সওয়ালও করেছেন ED-র আইনজীবী। এর পাশাপাশি ইডি-র তরফে জানা গিয়েছে, একাধিক উচ্চ পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে জয় এস কামদারের চ্যাটের তথ্য পাওয়া গিয়েছে। ব্যবসায়ীর ফোন থেকে পাওয়া চ্যাটের সূত্র ধরে আদালতে এই দাবি করেছে ED. অন্যদিকে, ইডি এও জানিয়েছে যে সোনা পাপ্পুর অ্যাকাউন্ট থেকে জয় এস কামদারকে দেড় কোটি টাকা ট্রান্সফার করা হয়েছিল। হাওয়ালার জন্য ব্যবহৃত হওয়া ১৫০টি অ্যাকাউন্টেরও হদিশ পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি করেছে ED.

রবিবার গ্রেফতারির পর অসুস্থ হয়ে পড়ায় জয় এস কামদারকে আদালতে পেশ করা যায়নি। তাঁকে আর জি কর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বিচারক বলেন, সোমবারের মধ্যে হয় আদালতে উপস্থিত করাতে হবে নয় তো মেডিক্যাল রিপোর্ট দিতে হবে। সোমবার সকালে হাসপাতালে পৌঁছোন ED অফিসাররা। সেখান থেকে জয় এস কামদারকে নিয়ে যাওয়া হয় স্পেশাল কোর্টে। ২৮ শে এপ্রিল পর্যন্ত জয় কামদারকে ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

ভোটের মুখে বেআইনি লেনদেনের শিকড়-সন্ধানে তৎপর হয়েছে ED. কোটি কোটি টাকার বেআইনি লেনদেনের অভিযোগে রবিবারই তারা গ্রেফতার করেছে সান এন্টারপ্রাইজের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জয় এস কামদারকে। পয়লা এপ্রিল একইসঙ্গে বালিগঞ্জে ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পুর বাড়ি, বালিগঞ্জে সান এন্টারপ্রাইজের অফিস এবং বেহালায় এই সংস্থার M D জয় এস কামদারের বাড়ি-সহ ১০ জায়গায় তল্লাশি চালায় ED. আর রবিবার গ্রেফতার করা হয় জয় এস কামদারকে। সোমবার তাঁকে আদালতে তুলে চাঞ্চল্যকর দাবি করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ED-র আইনজীবী দাবি করেন, জয় কামদারের অফিস থেকে ৫০ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়। তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার করা হয় ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। বাড়ি থেকে একটি মোবাইল ফোনও উদ্ধার করা হয়। সেই ফোনে সন্দেহজনক চ্যাট পাওয়া গেছে। চ্যাটে হাওয়ালার মাধ্যমে লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে।

ব্যবসায়ী জয় কামদারের হাওয়ালা যোগ নিয়ে ইডির আইনজীবী আরও বলেন, ইংল্যান্ড, মালয়েশিয়া, দুবাই হাওয়ালার যোগ পাওয়া গেছে। ফোনে কথা বলার প্রমাণ পাওয়া গেছে কিন্তু কারণ ব্যাখা করতে পারেননি। ২ বার নোটিস দেওয়া হলেও তিনি হাজিরা দেননি। ED-র আরও দাবি, সোনা পাপ্পু এবং জয় কামদারের অ্যাকাউন্টে মোটা টাকার লেনদেন হয়েছিল। সোমবার ED-র আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, সোনা পাপ্পুর অ্যাকাউন্ট থেকে ১ কোটি টাকা ট্রান্সফার হয়েছিল ব্যবসায়ী জয় কামদারের অ্যাকাউন্টে। যদিও, তিনি দাবি করেছেন, ১৫ লক্ষ টাকা ট্রান্সফার হয়েছিল। ডিজিটাল তথ্য সামনে রেখে জেরা করা প্রয়োজন। চ্যাটে বিভিন্ন কারেন্সির উল্লেখ মিলেছে। বিদেশি কারেন্সির ছবিও পাওয়া গেছে। এর থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, অভিযুক্ত ক্রস বর্ডার হাওয়ালার সঙ্গে যুক্ত।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলোর সাম্প্রতিক অবস্থা

(শেষ পর্ব)

নয়াদিল্লি, ১৬ এপ্রিল ২০২৬

কাজ করছে।

* গ্রাহকদের সুরক্ষায় ভারত সরকার পেট্রোল ও ডিজেলে লিটার প্রতি ১০ টাকা **অন্তঃশুল্ক** কমিয়েছে।

* ১১.০৪.২০২৬ তারিখের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ডিজেল ও এটিএফ-এর ওপর রপ্তানি শুল্ক বাড়ানো হয়েছে যাতে অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রাপ্যতা নিশ্চিত হয়।

* রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলোর খুচরা দোকানে পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনো বৃদ্ধি করা হয়নি।

কেরোসিনের প্রাপ্যতা এবং বিতরণ ব্যবস্থা

* নিয়মিত বরাদ্দের অতিরিক্ত ৪৮,০০০ কিলো লিটার কেরোসিন রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোকে প্রদান করা হয়েছে। ১৮টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল ইতিমধ্যে বিতরণের আদেশ জারি করেছে।

সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং জাহাজ চলাচল

* বন্দর, জাহাজ চলাচল এবং জলপথ মন্ত্রক ভারতীয় জাহাজ ও নাবিকদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছে।

* অঞ্চলে থাকা সমস্ত ভারতীয় নাবিক নিরাপদ এবং গত ২৪ ঘণ্টায় কোনো ভারতীয় জাহাজের দুর্ঘটনার খবর নেই।

* শিপিং কন্ট্রোল রুম সক্রিয় হওয়ার পর থেকে ৬,৫৮০টি কল এবং ১৩,৭১৯টির বেশি যোগাযোগ পরিচালনা করেছে।

* এখন পর্যন্ত ২,৪১৭ জন ভারতীয় নাবিককে নিরাপদে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে, যার মধ্যে গত ২৪ ঘণ্টায় ৮০ জন রয়েছেন।

* ভারতজুড়ে বন্দর কার্যক্রম স্বাভাবিক রয়েছে এবং কোনো জট নেই।

অঞ্চলে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা

* বিদেশ মন্ত্রক উপসাগরীয় ও পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে এবং ভারতীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে।

* বিদেশ মন্ত্রকে নিবেদিত বিশেষ কন্ট্রোল রুমগুলো কাজ করছে এবং ভারতীয় মিশনগুলোর সাথে সমন্বয় বজায় রাখছে।

* বিদেশ মন্ত্রক তথ্য আদান-প্রদান এবং প্রচেষ্টার আরও ভালো সমন্বয়ের জন্য রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছে।

* ভারতীয় মিশন এবং পোস্টগুলো চব্বিশ ঘণ্টা হেল্পলাইন পরিচালনা করছে এবং নাগরিকদের সহায়তা দিচ্ছে। তারা স্থানীয় সরকারগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ রাখছে।

* স্থানীয় সরকারি নির্দেশিকা, ফ্লাইট এবং ভ্রমণের পরিস্থিতি এবং কনসুলার পরিষেবা সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট দেওয়া হচ্ছে।

* মিশনগুলো ভারতীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন সংগঠন, পেশাদার গোষ্ঠী এবং ভারতীয় কোম্পানিগুলোর সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে।

* মিশনগুলো অঞ্চলে থাকা ভারতীয় নাবিকদের সবরকম সহায়তা দিচ্ছে এবং প্রয়োজনে ভারতে ফেরার ব্যবস্থা করছে।

* যে সব দেশের আকাশপথ খোলা রয়েছে সেখান থেকে ফ্লাইট চলাচল অব্যাহত আছে। ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রায় ১০,১০,০০০ যাত্রী ওই অঞ্চল থেকে ভারতে ফিরেছেন।

* সংযুক্ত আরব আমিরশাহি থেকে ভারতে আজ প্রায় ১০০টি ফ্লাইট প্রত্যাশিত।

* কাতারের আকাশপথ আংশিক খোলা থাকায় আজ প্রায় ১০টি ফ্লাইট প্রত্যাশিত।

* কুয়েত এবং বাহরাইনের আকাশপথের পরিস্থিতি অনুযায়ী সৌদি আরবের দাম্মাম বিমানবন্দরের মাধ্যমে ভারতীয় নাগরিকদের যাতায়াত সহজতর করা হচ্ছে।

* তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এখন পর্যন্ত ২,৩৪৮ জন ভারতীয় নাগরিককে (যার মধ্যে ১০৩১ জন ছাত্র এবং ৬৫৭ জন মৎস্যজীবী) ইরান থেকে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মাধ্যমে ভারতে পাঠাতে সহায়তা করেছে।

* ইসরায়েলের আকাশপথ আংশিকভাবে খোলা; জর্ডান ও মিশরের মাধ্যমে নাগরিকদের যাতায়াত সহজতর করা হচ্ছে।

(১ম পাতার পর)

নির্বাচন কমিশনের সম্ভাব্য গ্রেফতারের তালিকায় কারা? আদালতকে জানাল তৃণমূল

উত্তম জৈন, রেজাউল করিম বক্সী, মনিরুল ইসলাম, আমিরুল ইসলাম, আজিজুর হরমান মল্লিক, শ্যামল ভট্টাচার্য, পিন্টু দত্ত, নারায়ণচন্দ্র ঘোষ, নারায়ণ গোস্বামী, পিন্টু প্রধান, অনিমেষ মণ্ডল , সেলিমি নস্কর, শান্তনু সেন, স্বরূপ বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ পোদ্দার ওরফে সোনা পাপ্পু, কুন্তল ভট্টাচার্য, রিয়াজ আহমেদ, তাপস মাইতি, কল্লোল বন্দ্যোপাধ্যায়, কমল দাস, সোনা শীল, ইমাম হোসেন, বাবু পাল, নিরঞ্জন সিহি, আব্দুল খালেক কাজী, প্রেমানন্দ মুর্মু, দীপক বেজ, সুশান্ত মাহাতো, মলয় মুখোপাধ্যায়, বিকাশ রায়চৌধুরী-সহ অনেকে।এখন প্রশ্ন উঠছে, নির্বাচন কমিশনের তালিকায় কারা গ্রেফতার হতে পারে? এবার জেলা ধরে নাম উল্লেখ করে কলকাতা হাইকোর্টের কাছে তালিকা জমা দিল তৃণমূল কংগ্রেস। ঘাসফুলের আশঙ্কা, এই সব দলীয় নেতা এবং কর্মীদের গ্রেফতার করতে পারে নির্বাচন কমিশন। তৃণমূলের দাবি, এই তালিকায় দলীয় সদস্য, নেতা, সাংসদ, বিধায়ক, চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যরাও আছেন।

এদিকে ৮০০ জনের তালিকা তৈরি করেছে নির্বাচন কমিশন বলে দাবি করেন উদয়ন গুহের। যার মধ্যে দিনহাটা ও মেখলিগঞ্জ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীর নাম রয়েছে বলেও জানান তিনি। দিনহাটার তৃণমূল প্রার্থী বলেন, 'গোটা বিষয়টি দলের রাজ্য নেতৃত্ব দেখছেন। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টে এই নিয়ে মামলা করা হয়েছে দলের পক্ষ থেকে।' আর নানা নির্বাচনী জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও আশঙ্কা প্রকাশ করছেন নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করার বিষয় নিয়ে। এবার তা নিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হল তৃণমূল। সেই তালিকাও সামনে নিয়ে এসেছে তৃণমূল।

অন্যদিকে কাদের নাম আছে? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে কৌতূহল দেখাচ্ছে সবপক্ষ। যে তালিকা তৃণমূল কংগ্রেস সামনে এনেছে সেখানে রয়েছে-পরেশ অধিকারী, অভিজিৎ দে ভৌমিক, পার্থপ্রতিম রায়, উদয়ন গুহ, অজিত বর্মণ, ভিক্টর বর্মণ, মনোরঞ্জন দে। এরকম আরও নাম রয়েছে। কিন্তু কেন এমন তালিকা তৈরি হল? এতদিন পর তা সামনে এল কেন? নির্বাচন কমিশন এতদিন জানায়নি কেন? এমন নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যার কোনও উত্তর নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি।

সিনেমার খবর

পিতা-পুত্র জুটিতে ফিরছে ‘সরকার’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের রাজনৈতিক-অপরাধভিত্তিক সিনেমার অন্যতম জনপ্রিয় ফ্র্যাঞ্চাইজি ‘সরকার’ আবারও ফিরে আসছে পর্দায়। পরিচালক রাম গোপাল ভার্মা সম্প্রতি ঘোষণা দিয়েছেন ‘সরকার ৪’-এর কাজ শুরু করেছেন তিনি, যেখানে আবার একসঙ্গে দেখা যাবে বলিউডের শক্তিশালী অভিনেতা অমিতাভ বচ্চন ও তার পুত্র অভিষেক বচ্চনকে। দীর্ঘ বিরতির পর এই প্রত্যাবর্তন নিয়ে ইতোমধ্যেই দর্শক ও বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে ব্যাপক উচ্ছ্বাস তৈরি হয়েছে।

ভারতীয় গণমাধ্যম জানিয়েছে, ‘সরকার ৪’-এর শুটিং শুরু হবে আগামী ২৫ এপ্রিল থেকে। ছবির প্রথম শিডিউল থেকেই বচ্চন পিতা-পুত্র জুটি একসঙ্গে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন, যা সিনেমাটির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় দিক হিসাবে বিবেচিত হচ্ছে। নির্মাতা রাম গোপাল ভার্মা এবার ‘সরকার ৪’-কে আগের অংশগুলোর ধারাবাহিকতা না রেখে একটি রিবুট হিসাবে উপস্থাপন করতে চান, অর্থাৎ গল্পটি নতুনভাবে গড়ে উঠবে, তবে ‘সরকার’ ইউনিভার্সের আবহ বজায় থাকবে।

‘সরকার’ ফ্র্যাঞ্চাইজির শুরু হয়েছিল ২০০৫ সালে, যেখানে অমিতাভ বচ্চন অভিনয় করেন সুবাস নাগরের চরিত্রে। সুবাস এক শক্তিশালী, রহস্যময় রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, যিনি মুম্বাইয়ের ক্ষমতার আড়ালে নিজের প্রভাব বিস্তার করেন। তার অভিনয় ও চরিত্রটি দর্শকের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলেছিল। এই সাফল্যের ধারাবাহিকতায় ২০০৮ সালে মুক্তি পায় ‘সরকার রাজ’, যেখানে গল্প আরও বিস্তৃত হয় এবং অভিষেক বচ্চনের চরিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়।

পরবর্তী সময়ে ২০১৭ সালে মুক্তি পায় ‘সরকার ৩’, তবে আগের দুই কিস্তির মতো তেমন সাড়া ফেলতে পারেনি। এরপর দীর্ঘ সময় ধরে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি নিয়ে দর্শকদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়, আবার কি ‘সরকার’ ফিরবে? অবশেষে সেই প্রশ্নের উত্তর মিলেছে ‘সরকার ৪’-এর মাধ্যমে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, ‘সরকার’ সিরিজের শক্তি এর গভীর রাজনৈতিক গল্প, বাস্তবধর্মী চরিত্র এবং শক্তিশালী অভিনয়ে। রাম গোপাল ভার্মার এই ফ্র্যাঞ্চাইজি সবসময়ই সমালোচনা ও প্রশংসার মিশ্র প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। তবে অস্বীকার করার উপায় নেই যে এটি বলিউডের অন্যতম প্রভাবশালী রাজনৈতিক সিনেমা সিরিজ।

নতুন ‘সরকার ৪’ নিয়ে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হলো অমিতাভ বচ্চন ও অভিষেক বচ্চনের পুনর্মিলন। বড় পর্দায় তাদের একসঙ্গে দেখা সবসময়ই দর্শকের জন্য বিশেষ কিছু। প্রথম শিডিউলেই তাদের একসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ দৃশ্য ধারণ করা হবে, যা গল্পের ভিত্তি গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

হাইকোর্টে মামলা করলেন কার্তিক আরিয়ান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান নিজের ব্যক্তিত্ব ও পরিচয় রক্ষার জন্য মুম্বাই হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি একাধিক দেশি ও আন্তর্জাতিক ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান এবং সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছেন, অভিযোগ করে যে তার অনুমতি ছাড়াই তার নাম, ছবি, কণ্ঠস্বর ও ব্যক্তিগত ভিডিও ব্যবহার করে বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টিভি নাইন-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিভিন্ন অনলাইন মার্কেটপ্লেসে কার্তিকের সম্মতি ছাড়াই তার ছবি ও পরিচয় ব্যবহার করে টি-শার্ট, মগসহ বিভিন্ন পণ্য বিক্রি হচ্ছে। আরও গুরুতর হলো, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে তার ‘ডিপফেক’ ভিডিও তৈরি করে বিজ্ঞাপনে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা তার গোপনীয়তা এবং প্রচারের অধিকারের স্পষ্ট লঙ্ঘন বলে দাবি করেন অভিনেতা ও তাঁর আইনজীবী।

কার্তিকের আইনজীবী বীরেন্দ্র সারাফ জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে আনতে এবং কার্তিকের পরিচয় বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার রোধ করতে মুম্বাই হাইকোর্টে মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলায় স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করা হয়েছে যাতে ভবিষ্যতে কোনো পক্ষ তার ছবি, ভিডিও বা কণ্ঠস্বর বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে না পারে। পাশাপাশি অননুমোদিতভাবে এসব কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিদের শনাক্ত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য আদালতের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে।

এই মামলার প্রথম শুনানির দিন ৯ এপ্রিল মুম্বাই হাইকোর্টে নির্ধারিত হয়েছে।

শিখরের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছেন শ্রীদেবীকন্যা?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর প্রেমিক শিখর পাহাড়িয়াকে নিয়ে কথা বলার সময়ে কোনো রাখঢাক করেন না। তাকে নিয়ে নিজের প্রেমের কথা উজাড় করে দেন অভিনেত্রী। বেশ কয়েক বছর হয়ে গেল, তারা একে অপরকে সম্পর্কে জড়িয়ে আছেন। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে খোলামেলা কথা বলেছেন জাহ্নবী কাপুর? প্রেমকে যেভাবে দেখেন অভিনেত্রী জানালেন সে কথা। যে কোনো সমস্যা ও দুশ্চিন্তায় প্রেমিকের কাছে অনায়াসেই স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পান বলে জানান জাহ্নবী কাপুর।

অভিনেত্রী বলেন, ভালোবাসা আসলে নিরাপত্তার মতো, যেখানে সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ ও নিরাপদে থাকা যায়। যখন খুব অসহায় লাগে, তখন ভালোবাসাই সাহায্য করে। এর চেয়ে বড় কিছু হয় না। তিনি বলেন, ও (শিখর) রয়েছে বলেই আমার আর আগের মতো অসহায় লাগে না। ওর উপস্থিতি সব সময়ে আমাকে সাহায্য করেছে।

তিনি বলেন, শুধুই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ নয়; শিখর সঙ্গে থাকলে তার মনে কোনো নিরাপত্তাহীনতা থাকে না। শুধুই শান্তি নয়; ও আমার নিরাপদ স্থলও। ওর সামনে আমি একটা বাচ্চার মতোও থাকতে পারি। আমি আর কারও সঙ্গে এত আনন্দ পাই না। ভালোবাসা খুঁজে পেলে এমনই লাগে। আমার মনে হয়, ভালোবাসা পেলে একেবারে নিজের মতো করে বাঁচা যায় বলেও জানান জাহ্নবী কাপুর।

অভিনেত্রী বলেন, শিখর তার সব কথা মন দিয়ে শোনেন। তাকে সব সময়ে গুরুত্ব দেন। কোনো বিষয় নিয়েই শিখর তাকে কখনো বাঁকা চোখে দেখেন না কিংবা তির্যক মন্তব্যও করেন না। প্রতিটি কাজে উৎসাহ পান তিনি। তাদের বিয়ে নিয়ে জল্পনাও বারবার উঠে এসেছে বলে জানিয়েছেন জাহ্নবী কাপুর। অভিনেত্রী বলেন, তবে তারা কবে বিয়ে করবেন, এখনো সে বিষয়টি স্পষ্ট নয়।

উল্লেখ্য, অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর আলো ঝলমলে বেড়ে ওঠা জীবনে কঠিন বাস্তবতার কথা তুলে ধরেছেন। সেই ছোটবেলা থেকেই মায়ের ওপরই শ্রীদেবীকন্যার সম্পূর্ণ নির্ভরতা ছিল। কিন্তু ২০১৮ সালে তার প্রথম সিনেমা ‘ধড়ক’ মুক্তির আগেই মায়ের মৃত্যু তাকে হঠাৎ করেই পরিণত করে তোলে। জীবনের সেই সময়টি ছিল তার জন্য অত্যন্ত কঠিন—একদিকে শোক, অন্যদিকে নিজের জীবন সামলানোর দায়িত্ব। মায়ের মৃত্যুর পর জীবনের কিছু ক্ষেত্রে তিনি ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং কিছু মানুষকে বিশ্বাস করেছিলেন, যা পরে তার মানসিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজেকে সামলে নিতেও সক্ষম হন।

ইডেনে পুনর্জন্ম ভিন্টেজ রিঙ্কুর, প্রথম জয় পেল কেকেআর!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা : অবশেষে ফিরল সেই অরণ্যের প্রাচীন প্রবাদ। ইডেন গার্ডেন্স সবাইকে এক পুনর্জন্ম দেয়। রোহিত শর্মা থেকে রিঙ্কু সিং, দিন যায়, সময় যায়, বদলায় না মাঠের নাম। যে ইডেনে নায়ক হওয়ার কথা ছিল ১৫ বছর বয়সী বৈভবের, সেখানেই ম্যাচ জিতিয়ে ফিরলেন 'ব্যর্থ' রিঙ্কু। তাঁকে নিয়ে কম কথা বলেনি ক্রিকেট দুনিয়া। ফ্লপ স্টার, এক ইনিংসের জোরে দলে টিকে আছে – কম কথা শোনেননি তিনি। অবশেষে আজ দিন এল তাঁর। ইডেনের দর্শকরা দেখলেন ভিন্টেজ রিঙ্কুকে। তাঁর ব্যাটে ভর করেই আইপিএলের প্রথম জয় পেল কেকেআর।

রাজস্থান টসে জেতায় শুরুতে বৈভব ও যশস্বী ঝড় দেখা গেলেও একসময় যে তাঁদের মাত করে দেবেন নারিন, বরুণ, কে ভেবেছিলেন? ২৮ বলে ৪৬ করলেন বৈভব। এই আইপিএলে এটিই তাঁর সবথেকে ধীর গতির ইনিংস। ৩৯ রান করলেন যশস্বীও। এক সময় ভাল খেলতে থাকা রাজস্থান পরাস্ত হল কার্তিক ত্যাগী-বরুণ- নারিনের হাতে। ৩ উইকেট পেলেন বরুণ। আউট করলেন ধ্রুব জুরেল ও শিমরন হেটমায়ারকে। ইদানিং ফর্ম নিয়ে খুব কথা হচ্ছিল তাঁর বিষয়ে। বরুণ দেখালেন, তিনি এখনও রহস্য স্পিনারই। তাঁর ফাঁদে পা দিলেন অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। ৩ উইকেট পেলেন কার্তিক ত্যাগীও। ২ উইকেট পেলেন নারিন। এক সময় ৯৯/৩ ছিল রাজস্থান। সেখান থেকেই ২০ ওভার শেষে তাঁদের স্কোর গিয়ে দাঁড়ায় ১৫৫/৯, যা মোটেই টি-টোয়েন্টি সুলভ নয়।

জবাবে ব্যাটে নেমে প্রথম বলেই টিম সেইফার্টকে আউট করেন জোফ্রা আর্চার। পরের ওভারেই নান্দ্রে বার্গারের বলে ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন অধিনায়ক রাহানে (০)। রঘুবংশী (১০), পাওয়েল (২৩), গ্রিন (২৭) আউট হওয়ার পর চাপে পড়ে গিয়েছিল কেকেআর। সেখান থেকেই দলকে টেনে তুললেন রিঙ্কু সিং ও অনুকূল রায়। ৮ রানের মাথায় রিঙ্কুর লোপ্পা ক্যাচ মিস করলেন বার্গার। সেখানেই যেন জ্বলে উঠল কেকেআর। আর্চার, বিষ্ণোইদের পাড়ার বোলারের পর্যায়ে নামিয়ে আনলেন তাঁরা। শেষ ওভারে এল ১৪ রান। ৩৪ বলে ৫৩ রানে অপরাজিত রইলেন রিঙ্কু। ১৬ বলে ২৯ করলেন অনুকূল। তাঁদের সম্মিলিত ব্যাটিংয়ে ২ বল বাকি থাকতেই মরসুমের প্রথম জয় পেল কেকেআর।

কেকেআর জিতলেও প্রশ্ন থেকেই অধিনায়ক রাহানেকে নিয়ে। তাঁর ক্রমাগত অফ ফর্ম ভোগাচ্ছে দলকে। সোশ্যাল মিডিয়ায় জনৈক মিমের ইতিমধ্যেই মিম বানাচ্ছেন রাহানের উপর। তবে সবকিছু ছাপিয়ে কেকেআরের নায়ক একজনই, রিঙ্কু সিং। শাহরুখ তাঁর উপর এমনি এমনি ভরসা করেছেন নাকি?

বিশ্বকাপ স্বপ্নভঙ্গ, টানা ব্যর্থতায় ভাঙছে ইতালির ফুটবল

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টানা তৃতীয়বারের মতো বিশ্বকাপে জায়গা করে নিতে ব্যর্থ হওয়ায় গভীর সংকটে পড়েছে ইতালির ফুটবল। এই ব্যর্থতার পর ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি গ্যাব্রিয়েলে গ্রাভিনা পদত্যাগ করেন এবং এক প্রতিবেদনে দেশের ফুটবলের নাজুক অবস্থা তুলে ধরেন।

প্রতিবেদনে তিনি ব্যাখ্যা করেন, দীর্ঘদিন ধরে ইতালির ফুটবল কাঠামোগত দুর্বলতায় ভুগছে এবং ধীরে ধীরে অবনতির দিকে যাচ্ছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সংকট অর্থনৈতিক প্রতি বছর প্রায় ৭৩০ মিলিয়ন ইউরোর বেশি ক্ষতির মুখে পড়ছে পুরো ব্যবস্থা। ফলে অবকাঠামো উন্নয়ন, প্রতিভা গড়ে তোলা এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় বিনিয়োগ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

আরেকটি বড় সমস্যা হিসেবে উঠে এসেছে স্থানীয় খেলোয়াড়দের সুযোগ কমে যাওয়া। দেশের শীর্ষ লিগে বিদেশি খেলোয়াড়ের আধিক্যের কারণে ইতালির নিজস্ব প্রতিভারা নিজেদের প্রমাণের যথেষ্ট সুযোগ পাচ্ছে না।

যুব উন্নয়ন খাতেও পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। বিশ্বের শীর্ষ ৫০টি লিগের মধ্যে ইতালি যুব উন্নয়নে বিনিয়োগের দিক থেকে একেবারে নিচের দিকে রয়েছে। অনূর্ধ্ব-২১ বয়সী খেলোয়াড়দের মাঠে সময় দেওয়ার ক্ষেত্রেও অবস্থান প্রায় সর্বশেষের দিকে, যা ভবিষ্যৎ জাতীয় দলের জন্য বড় হুমকি হিসেবে দেখা দিচ্ছে।

এছাড়া জাতীয় দলের খেলায় আগ্রাসন, গতি এবং প্রতিপক্ষকে চাপে রাখার মানসিকতার ঘাটতিও বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

সংকট উত্তরণে গ্যাব্রিয়েলে গ্রাভিনা কয়েকটি প্রস্তাব দিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে যুব একাডেমিতে বিনিয়োগ বাড়ালে ক্লাবগুলোকে কর-সুবিধা দেওয়া, বিদেশি প্রতিভা আনার প্রক্রিয়া সহজ করা এবং নতুন আয়ের উৎস তৈরি করা।

আবারও ওয়ানডে বোলার র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে অ্যালানা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অস্ট্রেলিয়ার লেগ-স্পিনার অ্যালানা কিং এক সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও আইসিসি নারী ওয়ানডে বোলারদের র‍্যাংকিংয়ের শীর্ষে ফিরেছেন। নতুন র‍্যাংকিং অনুযায়ী, ৭৫৩ রেটিং নিয়ে তিনি শীর্ষে অবস্থান করছেন, যেখানে ইংল্যান্ডের পেসার সোফি এক্লেস্টোন মাত্র ৬ রেটিং পয়েন্ট কম নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে তিন ম্যাচ ওয়ানডে সিরিজের শেষ ম্যাচে কিং অসাধারণ বোলিং পারফরমেন্স দেখান। ১০ ওভার বল করে মাত্র ১৯ রান খরচ করে তিনি ৫ উইকেট নেন, যা তাকে আবারও শীর্ষে পৌঁছতে সহায়তা করেছে।

এতদিন এক নম্বর অবস্থানে থাকা এক্লেস্টোনকে গত মার্চে প্রায় চার বছরের পর সরিয়ে শীর্ষে যান কিং। এরপর এক সপ্তাহের ব্যবধানে আবারও শীর্ষস্থান ফিরে পেলেন তিনি।

অ্যালানা কিং বোলিংয়ের পাশাপাশি অলরাউন্ডার তালিকাতেও উন্নতি করেছেন এবং এবার সপ্তম স্থানে অবস্থান করছেন। অন্যদিকে নারীদের ওয়ানডেতে ব্যাটার ও অলরাউন্ডার র‍্যাংকিংয়ে যথাক্রমে শীর্ষে রয়েছেন ভারতের স্মৃতি মান্ধানা ও অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলি গার্ডনার।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O . : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR